JAN 04 20

প্রথম আলো

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

খালেদা জিয়া

জিগমে সিংগে ওয়াংচুক

অটল বিহারি বাজপেয়ি

মামুন আবদুল গাইয়ুম

শের বাহাদুর দেউবা

পারভেজ মোশাররফ

চন্দ্রিকা কুমারাতুঙ্গা

উত্তেজনার মধ্যে সার্ক শীর্ষ সম্মেলন আজ শুরু

সার্ক শীর্ষ সম্মেলন

মোস্তফা কামাল, *কাঠমান্ডু থেকে*

উপমহাদেশের দুই পারমাণবিক শক্তিধর দেশ ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধের আশঙ্কা এবং নেপালে মাওবাদী গেরিলাদের সরকার উৎখাতের আন্দোলনের পটভূমিতে উত্তেজনার পরিবেশে আজ শুক্রবার কাঠমান্ডুতে শুরু হচ্ছে সাত জাতির আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা 'সার্ক'-এর ১১তম শীর্ষ সম্মেলন। অনিশ্চয়তা আর সংশয় ছাপিয়ে দক্ষিণ এশিয়ার সাত শীর্ষ নেতা হিমালয়কন্যা নেপালের পাহাড়বেষ্টিত কাঠমান্ডুতে যে মিলিত হচ্ছেন, এ কথা এখন নিশ্চিত করে বলা যায়। গতকাল কাঠমান্ডুকে এসে পৌছেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারি বাজপেয়ি, চন্দ্রিকা কুমারাতুঙ্গা ও মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মামুন আবদুল গাইউম। আজ আসছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও বেইজিং হয়ে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল পারভেজ মোশাররফ। গত মঙ্গলবারই এসেছেন ভুটানের মন্ত্রিপরিষদের চেয়ারম্যান লিওনপো খান্ডু ওয়াংচুক।

পরস্পরের ভেদাভেদ ভুলে, প্রতিহিংসার আগুনকে হিমালয়ে বরফচাপা দিয়ে কিছু সময়ের জন্য হলেও সহযোগিতার পথে সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রেখে সাত রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানগণ একই সঙ্গে আজ বিকেলে রাজা বীরেন্দ্র আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে শান্তি আর ঐক্যের প্রদীপ জ্বালবেন। দক্ষিণ এশিয়ার সোয়া ১০০ কোটি মানুষের জীবনমান উন্নয়নে তারা ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার অঙ্গীকার করবেন।

এই অঙ্গীকার তারা করে আসছেন সেই ১৯৮৫ সাল থেকে।

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

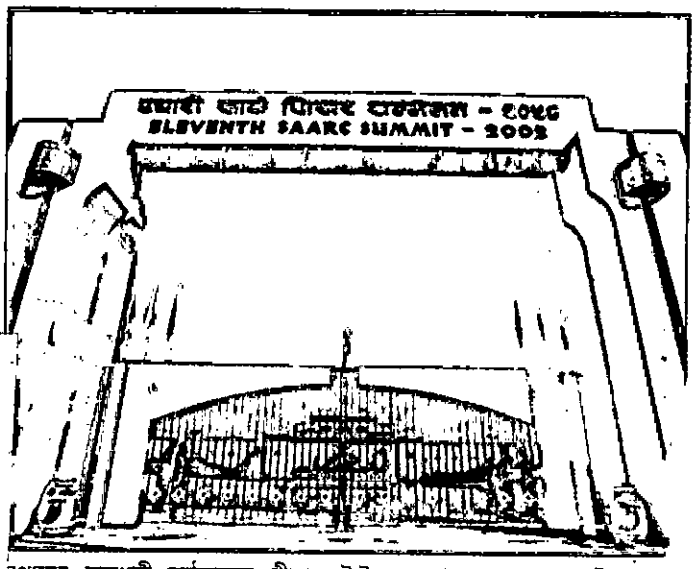

পালের রাজধানী কাঠমান্ডুতে বীরেন্দ্র ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স সেন্টার। এ খানেই ১১তম সার্ক শীর্ষ সম্মেলন শুরু হবে

সার্ক শীর্ষ সম্মেলন আজ শুরু

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ওই বছর সাত শীর্ষ নেতা ঢাকায় শীর্ষ সম্মেলনে মিলিত হয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে সার্ক প্রতিষ্ঠা করেন। সার্কের ১৬ বছরের ইতিহাসে ১০টি শীর্ষ সম্মেলন হয়েছে। প্রতিবারই সাত শীর্ষ নেতা প্রতিশ্রুতি আর অঙ্গীকার করেছেন, কিন্তু দক্ষিণ এশিয়ার এই সহযোগিতা সংস্থা কার্যক্ষেত্রে তেমন এগোয়নি। এগোতে পারেনি মুখ্যত দুই বড় দেশ ভারত ও পাকিস্তানের বিরোধাত্মক সম্পর্কের কারণে। উপমহাদেশে এখনো ৬০ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে। অর্ধেকের বেশি মানুষ অশিক্ষার অন্ধকারে। অধিকাংশ মানুষ এখনো চিকিৎসাসেবা থেকে বঞ্চিত। অনেকের নেই মাথা গোঁজার ঠাঁই। অথচ উপমহাদেশের দুই শক্তিধর দেশ নিজেদের পেশি ও অস্ত্রশক্তিকে শাণিত করছে। সহযোগিতার পরিবর্তে তাদের মধ্যে বাড়ছে বৈরিতা। এই বৈরিতার কারণেই ১৯৯৯ সালের সম্মেলন হচ্ছে ২০০২ সালে। এর পরও সম্মেলনের অন্যতম আকর্ষণ ভারতের প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারি বাজপেয়ি এবং পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল পারভেজ মোশাররফ। সবার দৃষ্টি এখন তাদের দিকে। তারা কি পরস্পরের দিকে সহযোগিতার হাত বাড়াবেন? সবারই এ প্রশ্ন।

কাঠমান্ডু ঘোষণার খসড়া চূড়ান্ত

সার্ক মন্ত্রিসভা কমিটি গতকাল বৃহস্পতিবার কাঠমান্ডু ঘোষণার খসড়া চূড়ান্ত করেছে। স্ট্যান্ডিং কমিটি প্রস্তাবিত সুপারিশমালার ভিত্তিতে গত দুই দিন ধরে আলোচনা-পর্যালোচনার পর মন্ত্রিসভা কমিটি খসড়া চূড়ান্ত করেছে বলে ১১তম সার্ক শীর্ষ সম্মেলনের মুখপাত্র পুষ্কর রাজ ভান্ডারি জানিয়েছেন।

তিনি গতকাল প্রেস ব্রিফিংয়ে জানান, শীর্ষ সম্মেলনে সন্ত্রাসবাদ, দারিদ্র্য বিমোচন, সাপটা ও সাফটা, নারী ও শিশু পাচার বিষয় ছাড়া বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয় আলোচনা হবে। তিনি জানান, সাপটার চতুর্থ রাউন্ডে বৈঠক শুরুর বিষয়ে মন্ত্রিসভা কমিটি একমত হয়েছে। এছাড়া সাপটা থেকে মুক্ত বাণিজ্য এলাকার জন্য সাফটায় উত্তরণের লক্ষ্যে পরামর্শক নিয়োগের সিদ্ধান্ত হয়েছে। সার্ক দেশগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দ্বৈতকর প্রত্যাহার এবং অর্থনৈতিক সংস্কারের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, দারিদ্র্য বিমোচন বিষয়ে নেপাল এবং পরিবেশ বিষয়ে বাংলাদেশ ও ভুটান কয়েকটি প্রস্তাব উত্থাপন করেছে। তবে সার্ক সম্মেলনের সময় দ্বিপক্ষীয় কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছে না। বলে তিনি জানান।

পাক-ভারতের সাম্প্রতিক উত্তেজনা সার্ক কার্যক্রমকে ব্যাহত করবে কিনা জানতে চাইলে মুখপাত্র বলেন, ওই দুই দেশের দ্বিপক্ষীয় বিষয় সার্ক কার্যক্রমকে ব্যাহত করবে না। সার্ক একটি আঞ্চলিক সংস্থা। এই সংস্থা এই অঞ্চলের মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে কাজ করবে। সার্কের মূল উদ্দেশ্য কী—জানতে চাইলে তিনি বলেন, সার্কের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের অর্থনৈতিক উন্নয়ন।

আলোচ্যসূচি

সার্কের রেওয়াজ অনুযায়ী সাত শীর্ষ নেতা একই সঙ্গে আলো জ্বালিয়ে সম্মেলনের শুভ উদ্বোধন করবেন। সম্মেলন চলবে ৬ জানুয়ারি পর্যন্ত। সম্মেলনের উদ্বোধন অধিবেশনে সার্কের বর্তমান চেয়ারম্যান শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট চন্দ্রিকা কুমারাতুঙ্গা বক্তব্য রাখবেন এবং স্বাগতিক দেশ নেপালের প্রধানমন্ত্রী শের বাহাদুর দেওবার কাছে সার্কের চেয়ারম্যানশিপের দায়িত্ব হস্তান্তর করবেন। সম্মেলন পরিচালনা করবেন সার্কের বিদায়ী মহাসচিব নিহাল রড্রিগো।

জানা যায়, এবারের আলোচ্যসূচিতেও সন্ত্রাসবাদ দমন, নারী-শিশু পাচার ও মাদকদ্রব্য চোরাচালান এবং দক্ষিণ এশিয়াকে অবাধ বাণিজ্য অঞ্চল হিসেবে গড়ে তোলা, সার্ক কার্যকর অর্থনৈতিক জোটে পরিণত করতে সাপটার যথাযথ বাস্তবায়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ উন্নয়নে কার্যকর কর্মকৌশল গ্রহণ, যৌথ বিনিয়োগ, অবকাঠামো উন্নয়ন, যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্প্রসারণ প্রভৃতি বিষয় প্রাধান্য পেয়েছে।

সংশ্লিষ্টরা জানান, সম্মেলনের উদ্বোধন অধিবেশনেই প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াসহ অন্যান্য রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধান নিজ নিজ দেশের পক্ষে বক্তব্য রাখবেন। ৫ জানুয়ারি সাত শীর্ষ নেতা যাবেন নেপালের নয়নাভিরাম এলাকা নাগরকোটে অবকাশযাপনে। সেখানে তারা পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে অনানুষ্ঠানিক আলোচনা করবেন। ৬ জানুয়ারি কাঠমান্ডু ঘোষণার মধ্য দিয়ে সম্মেলনের সমাপ্তি ঘটবে। বাংলাদেশের কর্মকর্তারা জানান, সার্ক সম্মেলনের সময় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ভারতের প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারি বাজপেয়ি, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল পারভেজ মোশাররফসহ অন্যান্য শীর্ষ নেতার সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করবেন। দ্বিপক্ষীয় এই বৈঠকে দ্বিপক্ষীয় বিষয়গুলোই আলোচনায় প্রাধান্য পাবে বলে জানা গেছে।

কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা

স্বাগতিক দেশ নেপালের প্রয়াত রাজা বীরেন্দ্র বীরবিক্রম বাংলাদেশ, ভুটান, ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা ও মালদ্বীপের রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানদের বরণ করতে রাজকীয় প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। সাত নেতার রাত্রিযাপনের জন্য তিনি নিজের পছন্দমতো কাঠমান্ডুর রাজকীয় হোটেল সলটি ক্রাউন প্লাজায় তৈরি করেছিলেন সাতটি রাজকীয় স্যুট। রাজা প্রয়াত হওয়ায় তার জন্য নির্ধারিত স্যুটটি (গোসাইকুন্ড) বরাদ্দ করা হয়েছে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার জন্য।

দক্ষিণ এশিয়ার সাত শীর্ষ নেতা এবং তাদের প্রতিনিধিদের নিরাপত্তা নিশ্ছিদ্র করতে পুরো কাঠমান্ডুর নিয়ন্ত্রণ এখন নেপাল রয়েল সেনাবাহিনী এবং পুলিশের হাতে। গত এক মাস ধরে মাওবাদী গেরিলাদের প্রতিহত করতে সারা দেশে জরুরি অবস্থা চলা সত্ত্বেও রাজধানী কাঠমান্ডুতে অবশ্য সান্ধ্য আইনের মতো পরিস্থিতি বিরাজ করছে। নগরীর অধিকাংশ স্থানে বাঙ্কার তৈরি করে বিশেষ সতর্ক অবস্থান নিয়েছে সেনাবাহিনী। মানুষজন ও যানবাহনের চলাচলের নিয়ন্ত্রণও এখন তাদের হাতে।